The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 15, No. 29-30, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলা ভাষায় প্রচলিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বাককৃতি ও বিনম্রতার স্বরূপ: একটি প্রয়োগার্থিক বিশ্লেষণ

খন্দকার খায়রুন্নাহার*

Abstract: Politeness is considered as a significant characteristic in human language from an ancient time. Politeness and speech act are interrelated in case of using language. Social harmony is increased by the use of polite words in the written language of conventional invitations as part of the social communication. The inviter requests the invitee to attend an event by written invitations. Thus, polite words and speech act exist in every invitations. Politeness as well as speech act are expressed through it. At the same time, our social and cultural customs also evolve. Politeness and speech act reflected in family invitations written in the Bangla language is presented in this research through Brown & Levinson (1987) and Leech's (1983) theory of politeness and Searle's (1969) theory of speech act.

চাবি-শব্দ : *বিনম্রতা, ইতিবাচক বিনম্রতা, নেতিবাচক বিনম্রতা, বাককৃতি, অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম*

১. ভূমিকা

সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাসরত মানুষের কিছু নিয়ম-রীতি মেনে চলতে হয়। এসব নিয়ম-রীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিনম্রতা (politeness)। বিনম্রতাকে সামাজিক দক্ষতা মনে করা হয় কারণ এর মাধ্যমে সমাজে সবার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি ও তা রক্ষা করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই বিনম্রতা (politeness) মানব ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। চীনা ভাষিক সমাজে দুই হাজারের অধিককাল আগে থেকে বিনম্রতা বিষয়ক আলোচনা প্রচলিত (Leech, 2014)। বিনম্র হওয়ার অর্থ মূলত একটি সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (Huang, 2004)। বিনম্র আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক মূল্যবোধের বিনিময় ঘটে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনম্রতা (politeness) এবং অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) পরস্পর সংশ্লিষ্ট। গত চার দশক ধরে বিনম্রতা (politeness) এবং বাককৃতি (speech act) প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের (pragmatics)

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি (speech act), যেমন- অনুরোধ জানানো, প্রশংসা করা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনম্র আচরণ পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সংজ্ঞাপনের অংশ হিসেবে প্রচলিত দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষায় বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আমন্ত্রণকারী লিখিত দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। এ কারণে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞাপন কর্মের কৃতি বা বাককৃতি (speech act) প্রতিটি দাওয়াতপত্রেই বিদ্যমান। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা প্রকাশক কিছু ভাষিক উপাদানও ব্যবহার করে থাকেন। এর সাহায্যে আমাদের বিনম্রতার (politeness) পাশাপাশি সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বা বাককৃতি (speech act) প্রকাশ পায়। একইসাথে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক রীতিরও পরিস্ফূটন ঘটে থাকে।

২. বিনম্রতা এবং বাককৃতির তত্ত্বগত বিবেচনা

বর্তমান গবেষণায় বাংলা ভাষায় লিখিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতা ও বাককৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য দুই ধরনের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে প্রথমত, বিনম্রতা তত্ত্ব (politeness theory) এবং দ্বিতীয়ত, বাককৃতি তত্ত্ব (speech act theory)।

২.১ বিনম্রতার তত্ত্ব

২.১.১ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব

ব্রাউন ও লেভিনসন (Brown and Levinson), গোফম্যানের (Goffman, 1967) অভিব্যক্তি (face) ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন *politeness: Some universal in language usage* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তাঁরা বিনম্রতার তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যেটি প্রয়োগার্থবিজ্ঞানে সার্বজনিক বিনম্রতা তত্ত্ব নামে পরিচিত (আরিফ, ২০২২)। ব্রাউন এবং লেভিনসনের মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব অভিব্যক্তি (face) রয়েছে। একে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা হিসেবে (Brown and Levinson, 1987)। চীনা ভাষাবিজ্ঞানী গু (Gu, 1990) এর মতে, অভিব্যক্তির (face) মাধ্যমে সমাজের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করাকে ব্যক্তিগত বিষয় অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্রাউন ও লেভিনসন মনে করেন অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (face threatening act, FTA) হ্রাস পায় বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। ব্রাউন ও লেভিনসন তাঁদের তত্ত্বে দুই ধরনের বিনম্রতার কথা বলেছেন, যথা- ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness) এবং নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness) (Brown and Levinson, 1987)। ইতিবাচক বিনম্রতা বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড, যেমন- প্রশংসা করা, অভিনন্দন জানানো, সৌহার্দ্য দেখানোর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়। ইতিবাচক বিনম্রতা প্রদর্শনের জন্য ব্রাউন এবং

লেভিনসন ১৫ ধরনের কৌশল নির্ধারণ করেন (Brown and Levinson, 1987; উদ্বৃত, আরিফ, ২০২২)। এগুলো হলো-

১। শ্রোতাকে খেয়াল করা, মনোযোগ দেওয়া (তাঁর আগ্রহ, প্রয়োজন, চাওয়া এবং সম্পত্তি) Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods)

২। বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার কৌতূহল, অনুমোদন এবং সহানুভূতি) Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)

৩। শ্রোতার কৌতূহলকে তীব্রতর করা (Intensify interest to H)

৪। দলভুক্ত পরিচয়কে সূচিত করা (Use in-group identity markers)

৫। মতৈক্য অন্বেষণ (Seek agreement)

৬। মতানৈক্য এড়ানো (Avoid disagreement)

৭। অভিন্ন ভিত্তিকে অনুমান/উত্থাপন/ঘোষণা করা (Presuppose/raise/assert common ground)

৮। তামাশা (Joke)

৯। শ্রোতার প্রত্যাশা বিষয়ে বক্তার যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে পূর্বানুমান করা (Assert or presuppose S's knowledge of concern for H's wants)

১০। প্রস্তাব দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া (Offer, promise)

১১। আশাবাদী হওয়া (Be optimistic)

১২। কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা (Include both S and H in the activity)

১৩। যুক্তি প্রদান করা বা যুক্তি প্রত্যাশা করা Give (or ask for) reasons

১৪। পারস্পরিকতা বিষয়ে অনুমান করা বা ঘোষণা করা (Assume or assert reciprocity)

১৫। শ্রোতাকে উপহার প্রদান (দ্রব্য, সহানুভূতি, বোঝাপড়া, সহযোগিতা) Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, cooperation)।

যেকোনো ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বা সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বা আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে নেতিবাচক বিনম্রতা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। নেতিবাচক পরিস্থিতি প্রশমনের কৌশল হিসেবে এই শ্রেণির বিনম্রতা ব্যবহার করা হয় বলে একে নেতিবাচক বিনম্রতা নামকরণ করা হয়েছে। নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার জন্যও ব্রাউন এবং লেভিনসন ১০ ধরনের কৌশল শনাক্ত করেছেন (Brown and Levinson, 1987; উদ্ধৃত, আরিফ, ২০২২)। এগুলো হলো-

১। স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া (Be conventionally indirect)

২। প্রশ্ন, রক্ষাকবচ (Question, hedge)

৩। নিরাশ হওয়া (Be pessimistic)

৪। হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা (Minimize the imposition, R)

৫। ভিন্নধর্মী হওয়া (Give deference)

৬। ক্ষমা চাওয়া (Apologize)

৭। বক্তা-শ্রোতাকে নিরপেক্ষ করা : 'আমি' এবং 'তুমি'র ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া (Impersonalize S and H: Avoid the pronouns `I' and `you')

৮। অকিঞ্চিৎকর হওয়া (State the FTA as a general rule)

৯। সম্মান দেওয়া (Nominalize)

১০। বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া, শ্রোতাকে অকৃতজ্ঞ না করা/ভাবা (Go on record as incurring a debt, or as not indebting H)

দেখা যাচ্ছে ব্রাউন ও লেভিনসনের (১৯৮৭) মতে, বিনম্রতার সাথে দুইটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। একদিকে অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা অভীক (FTA) হ্রাস করা, অন্যদিকে অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি। নেতিবাচক বিনম্রতায় অভীক (FTA) হ্রাস পায় কারণ এক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতাকে কোনো বিষয়ে জোর করেন না বা সরাসরি আদেশ করেন না। ইতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে বক্তার অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি পায় কারণ বক্তা চান, তার সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা শ্রোতার মনে রয়েছে তা যেন বর্তমান থাকে বৃদ্ধি পায়।

২.১.২ লিচের বিনম্রতার রীতি

বিনম্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিচ (Leech, 1983) অপ্রত্যক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই রীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে তিনি মনে করেন (Leech, 1983)। তিনি ভাষিক বিনম্রতার ক্ষেত্রে ৬টি রীতির উল্লেখ করেছেন। বিচক্ষণ রীতির (tact maxim) ক্ষেত্রে শ্রোতার সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। উদারতা রীতির (generosity maxim) ক্ষেত্রে বক্তার সুবিধা হ্রাস করা হয়। অনুমোদিত রীতির (approbation maxim) ক্ষেত্রে শ্রোতার সম্মানকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মিতচারিতা রীতিতে (modesty maxim) বক্তা নিজেকে তুচ্ছ করে শ্রোতাকে সম্মানিত করে। চুক্তিবদ্ধ রীতিতে (agreement maxim) বক্তা-শ্রোতার মধ্যকার মতানৈক্য হ্রাস করা এবং সহানুভূতি রীতির (sympathy maxim) ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি করা হয়।

২.২ বাককৃতি তত্ত্ব

মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তা রক্ষা করা। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করি। এইসব উক্তি বিকৃতি প্রকাশের পাশাপাশি এক ধরনের ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে, যেমন- আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদি।

ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বাককৃতি (speech act) উপস্থাপন করেন (Austin, 1962)। অস্টিনের (Austin, 1962) বাককৃতি তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে পরবর্তীতে আরো গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তৃতভাবে বাককৃতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন সার্লে (Searle, 1969)। কথা বলার সময় বক্তা শুধু কিছু উক্তিই উচ্চারণ করে না, এগুলির মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রভাবিতও করে। তাই, ভাষা বলার অর্থই বাককৃতি (Searle, 1969)। আমাদের প্রতিটি উক্তির পেছনে অভিপ্রায় (intention) কাজ করে। এ অভিপ্রায় (intention) বাককৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্ল বাককৃতি সম্পন্ন করা জন্য তিনটি সহকৃতি উল্লেখ করেছেন, যথা- প্রস্তাব কৃতি (propositional act), নিবেদন কৃতি (illocutionary act) এবং প্রতিক্রিয়া কৃতি (perlucationary act)। তিনি নিবেদন কৃতিকে অভিপ্রায় (intention) অনুসারে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির (representatives) মাধ্যমে বক্তা সাধারণত প্রচলিত কোনো তথ্য শ্রোতাকে বলে থাকেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে (directives) বক্তা, শ্রোতাকে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেন। আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, প্রশ্ন, অনুরোধ, আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির (commissives) মাধ্যমে বক্তা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার জন্য শ্রোতার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হন। প্রতিজ্ঞা করা, কিছু প্রদান করা, প্রত্যাখ্যান করা, হুমকি দেওয়া এই শ্রেণির অন্তর্গত। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে (expressives) বক্তার মানসিক অবস্থা, যেমন- আনন্দ, দুঃখ, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অভিনন্দন জ্ঞাপন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, প্রশংসা করা এই শ্রেণির অন্তর্গত। ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতির (declaratives) ক্ষেত্রে বক্তার অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক যোগ্যতা প্রয়োজন। কেননা, ঘোষণামূলক নিবেদনকৃতি উচ্চারণের সাথে সাথে পূর্ববর্তী অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাউকে সমাজচ্যুত করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা, কাউকে মনোনীত করা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি ঘোষণামূলক বাককৃতির অন্তর্গত।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

উক্ত গবেষণাকর্মে বাংলা ভাষায় লিখিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে প্রতিফলিত বিনম্রতা ও বাককৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে দাওয়াতপত্রের উক্তমালা পূর্ব উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. গবেষণা উদ্দীপক

উক্ত গবেষণায় উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ভাষায় লিখিত পারিবারিক দাওয়াতপত্র। এক্ষেত্রে মোট ১৮টি পারিবারিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষিত হয়েছে।

৫. উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

গুণগত পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দীপক বা দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত সব ধরনের দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথির প্রতি এক ধরনের নিবেদন বা অনুরোধ জ্ঞাপন করে থাকেন, এটি এক ধরনের বাককৃতি। আবার আমন্ত্রণকারী হিসেবে দাওয়াতপত্রের শব্দচয়নেও তিনি বিনম্রতার আশ্রয় নেন। নির্বাচিত দাওয়াতপত্রসমূহে বাককৃতি এবং বিনম্রতা একই সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬. উপাত্ত বিশ্লেষণ

পারিবারিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই শ্রেণির দাওয়াতপত্রে বিনম্রতার বহুল ব্যবহার রয়েছে। পারিবারিক দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণের জন্য মুসলিম ও হিন্দু উভয় রীতির গায়ে হলুদ, শুভ বিবাহ, বৌভাত/বিবাহোত্তর সংবর্ধনা, অন্নপ্রাশন, সুন্নাতে খাৎনার মোট ১৮টি দাওয়াতপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যথা- মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ বাস করলেও খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারিবারিক দাওয়াতপত্র সহজপ্রাপ্তি না হওয়ায় শুধুমাত্র মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের পারিবারিক দাওয়াতপত্র বর্তমান গবেষণায় গৃহীত হয়েছে।

নিচে নির্বাচিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ১ নির্বাচিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	ব্রাউন ও লেভিনসনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতা কৌশলের বৈশিষ্ট্য (১৯৮৭)	ইতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)	নেতিবাচক বিনম্রতা (ব্যবহৃত সংখ্যা)
১	জনাব/জনাবা	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	১০	
২	বেগম	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	
৩	সুহৃদ	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার অনুভূতি)	১	
৪	সুধী	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	২	
৫	মহাশয়/মহাশয়া	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৫	
৬	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
৭	শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৪
৮	আসসালামু আলাইকুম	শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া	৯	
৯	আল্লাহ সর্বশক্তিমান	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		১
১০	আশীর্বাদ করা	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার সহানুভূতি)	৬	
১১	বাধিত হইব	সম্মান দেওয়া		২
১২	অশেষ রহমতে	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৫
১৩	ক্রটি মার্জনীয়	রক্ষাকবচ		৩
১৪	উপস্থিতি ও দোয়া	সম্মান দেওয়া		১০
১৫	আন্তরিকভাবে কামনা করছি	সম্মান দেওয়া		৬
১৬	কামনা করছি	সম্মান দেওয়া		২
১৭	শুভেচ্ছা	বাড়িয়ে তোলা (সহানুভূতি)	১	
১৮	শুভেচ্ছান্তে	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া/সম্মান জানানো		৮
১৯	একান্ত কাম্য	স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া		৩
২০	কৃতার্থ করিবেন	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২১	যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন	সম্মান দেওয়া		২

২২	সবান্ধব	সম্মান দেওয়া		২
২৩	বাধিত করিবেন	সম্মান দেওয়া		৩
২৪	ঈশ্বরের কৃপায়	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩
২৫	ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৩
২৬	নিমন্ত্রণে	কার্যক্রমে বক্তা শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা	২	
২৭	অভ্যর্থনায়	বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার কৌতুহল)	৭	
২৮	বিনীত/বিনীতা	অকিঞ্চিৎকর হওয়া		৩
২৯	ধন্যবাদান্তে	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		৪
৩০	পরম করুণাময়	বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া		২
			৪৫	৭১

ব্রাউন ও লেভিনসনের (১৯৮৭) ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিনম্রতার কৌশলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পারিবারিক দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে ৪৫টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং ৭১টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ রয়েছে। সে হিসেবে মোট ১১৬টি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পারিবারিক দাওয়াতপত্রে পাওয়া যায়। পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসুচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৩৯ ও ৬১ ভাগ। উল্লিখিত সারণিতে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নিচের চিত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতার রকমফের উপস্থাপন করা যায় এভাবে।

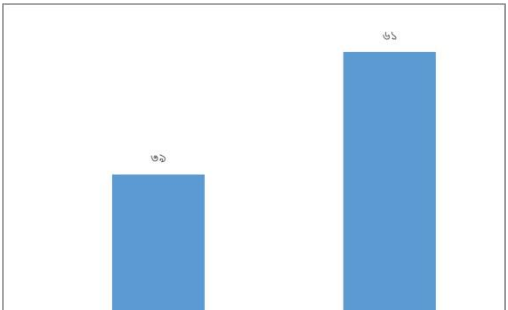

চিত্র ১. পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের শতকরা পরিমাণ

৬.১ নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ

উপাত্ত হিসেবে দুইটি পারিবারিক দাওয়াতপত্রের নমুনা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণের জন্য পারিবারিক দাওয়াতপত্র শ্রেণির অন্তর্গত 'শুভ বিবাহ' অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

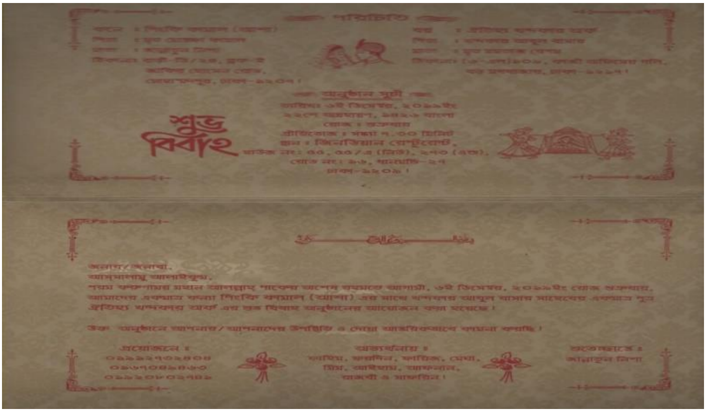

চিত্র ২. বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১

৬.১.১. ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী তাঁর মেয়ের 'শুভ বিবাহ' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে বিনীতভাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে বিনম্রতাসূচক কিছু শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটিতে বিনম্রতাসূচক যেসব শব্দ বা বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'জনাব/জনাবা', 'আসসালামু আলাইকুম', 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' ইত্যাদি।

বাঙালি সমাজে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের জন্য 'জনাব/জনাবা' ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয় রীতি অনুসারে সবাইকে সালাম বা আদাব জানানোও আমাদের সংস্কৃতির অংশ। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব (Brown & Levinson, 1987) অনুসারে 'জনাব/জনাবা', 'আসসালামু আলাইকুম' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্য। অপরদিকে 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে', নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য (Brown & Levinson, 1987)। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব মতে (1987) আমন্ত্রণকারী

ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে তার নিজস্ব অভিব্যক্তি (face) ধরে রাখতে চাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য, 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে' নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি বিনম্রতা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। আমন্ত্রণকারী অন্যান্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্য, যেমন- 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' প্রভৃতি আমন্ত্রণগ্রহিতাকে উদ্দেশ্য করে প্রয়োগ করেছেন।

আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন মনে না করেন তাকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই, এ কারণে আমন্ত্রণকারী উল্লিখিত নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যসমূহ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অতিথিকে 'অনুরোধ' করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অর্থাৎ তিনি আমন্ত্রণগ্রহিতাকে জোর করছেন না বা তার ওপর বিষয়টি চাপিয়ে দিচ্ছেন না। লেখকের অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহারের কারণে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস পেয়েছে। তাহলে বলা যায়, এই দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহারের মাধ্যমে লেখকের অভিব্যক্তি (face) যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যের ব্যবহারে বক্তার 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পেয়েছে যা ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্বের মূলকথা।

৬.১.২ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

উল্লিখিত দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট সাতটি অংশ রয়েছে যথা- ১) সম্বোধন ২) ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা ৩) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা ৪) বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো ৫) যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ ৬) সমাদর এবং ৭) আমন্ত্রণকারীর নামসহ বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

একটি পারিবারিক দাওয়াতপত্রের এই সাতটি অংশে কোন ধরনের ভাষাগত উপাদান থাকে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ২ পারিবারিক (শুভ বিবাহ) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	জনাব/জনাবা	আমন্ত্রিত অতিথিদের পুরুষ-নারী অনুসারে সম্বোধন
২	আস্‌সালামু আলাইকুম	ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা
৩	অনুষ্ঠানের দিন, তারিখ, স্থান, বর-কনের পরিচিতি	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা

৪	উপস্থিতি ও দোয়া আন্তরিকভাবে কামনা করছি	বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো
৫	প্রয়োজনে	অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো দরকারে যোগাযোগ
৬	অভ্যর্থনা	সমাদর
৭	শুভেচ্ছান্তে	আমন্ত্রণকারীর নিজের নাম উল্লেখ করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

দাওয়াতপত্রের লিখিত এই ভাষিক উপাদানকে সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় প্রস্তাব কৃতি। এই প্রস্তাব কৃতির আলোচনার শুরুতেই পুরুষ-নারী অনুসারে সম্মানসূচক সম্বোধনের জন্য ‘জনাব’, ‘জনাবা’ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা ভাষাতে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের জন্য সাধারণত ‘জনাব’ শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত।

ফারসি ‘জনাব’ শব্দটির নারীবাচক শব্দ হিসেবে ‘জনাবা’ অনেকে ব্যবহার করেন কিন্তু বাংলা ভাষায় নিয়ম অনুসারে ‘জনাবা’ শব্দটির অর্থ এক্ষেত্রে ঠিক নয়। আলোচ্য দাওয়াতপত্রের ডিসকোর্সের পরবর্তী অংশে রয়েছে ‘ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টতা’। আমন্ত্রণকারী তাঁর ধর্মানুসারে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে দাওয়াতপত্রে সালাম বা আদাব জানিয়ে থাকেন। এটি সামাজিক শিষ্টতার অংশ। আলোচিত দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারী মুসলিম বিধায় তিনি ‘আস্‌সালামু আলাইকুম’ ব্যবহার করেছেন। এ অংশে আমন্ত্রণকারী কিছু তথ্যের মাধ্যমে নিমন্ত্রিত অতিথিকে দাওয়াতপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, তথ্যের মধ্যে রয়েছে অনুষ্ঠানটি কবে, কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হবে, সর্বোপরি যাদের জন্য এ আয়োজন অর্থাৎ, বর কনের পরিচিতি এ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের সামাজিক রীতি অনুসারে শুভ কাজে আমরা সবার ‘উপস্থিতি ও দোয়া’ কামনা করে থাকি। আমন্ত্রণকারীও বর-কনের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় এ কারণে আমন্ত্রিত অতিথির ‘উপস্থিতি ও দোয়া’ কামনা করেছেন। অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য দাওয়াতপত্রে ‘প্রয়োজনে’ লিখে কয়েকটি মোবাইল ফোন নাম্বার উল্লেখ করা আছে। অতঃপর ‘অভ্যর্থনায়’ ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা আছে, এঁরা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবেন। দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতির সবশেষে দেখা যায়, সামাজিক রীতি অনুসারে আমন্ত্রণকারী ‘শুভেচ্ছান্তে’ এর মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহণকারীকে শুভ কামনা জানিয়ে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত

অংশসমূহের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা, কেননা এর মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। সার্লের (Searle, 1969) মতে, আমরা যখন কথা বলি তা দিয়ে কাজও নির্দেশিত হয়। দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষার মাধ্যমেও কাজ নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় পাঠকের নিকট। এই অভিপ্রায়কে বলা হয় নিবেদন কৃতি (Searle, 1969)। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় হচ্ছে আমন্ত্রণগ্রহীতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো।

সার্লের (১৯৬৯) নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে 'পরম করুণাময় ....আয়োজন করা হয়েছে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে লেখক, পাঠককে কোনো একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনার পরবর্তী অংশে 'উক্ত অনুষ্ঠানে .... কামনা করছি' আমন্ত্রণকারীর মনোগত ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি অতিথিকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। সার্লের (Searle, 1969) তত্ত্বানুসারে এটি 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি'। কারণ আদেশমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। 'শুভেচ্ছা' প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি, কারণ এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মানসিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এই দাওয়াতপত্রটিকে 'আদেশমূলক নিবেদন কৃতি' বলা যায়। কেননা আমন্ত্রণকারীর প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে রয়েছে 'অনুরোধ' যা এক ধরনের আদেশমূলক নিবেদন কৃতি।

আমরা জানি, সংজ্ঞাপন বা যেকোনো ধরনের ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখক-পাঠকের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আমন্ত্রণকারীর প্রস্তাব কৃতির অন্তরালের নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতা যদি সাড়া প্রদান করেন বা আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে সার্লের তত্ত্বানুসারে (Searle, 1969) প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে। আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারীর অনুরোধে আমন্ত্রিত ব্যক্তি সাধারণত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বা অপারগতা প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন করেন। সার্লের (Searle, 1969) মতে, এভাবেই সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয়।

৬.২ পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণ-২

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র বিশ্লেষণের জন্য সুন্নতে খাৎনা অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দাওয়াতপত্রটি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র ৩. বিশ্লেষিত পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-২

৬.২.১ ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

বিনম্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী তাঁর ছেলের 'সুন্নতে খাৎনা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করে দাওয়াতপত্রে কিছু বিনম্রতাসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটি পর্যলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে 'জনাব/বেগম', 'আসসালামু আলাইকুম', 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেছেন। বাঙালি সমাজে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'জনাব/বেগম' লিঙ্গ অনুসারে ব্যবহার করা হয়। আবার, ধর্মীয় এবং একইসাথে সামাজিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে পরিচিত/অপরিচিত সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে সালাম বা আদাব জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। ব্রাউন ও লেভিনসনের বিনম্রতা তত্ত্ব (Brown & Levinson, 1987) অনুসারে 'জনাব/বেগম', 'আসসালামু আলাইকুম' ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য। আমন্ত্রণকারী নিজের অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করার জন্য ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করেন। অপরদিকে 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' ব্রাউন ও লেভিনসনের মতে (Brown & Levinson, 1987) নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্য। 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে' প্রভৃতি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশসমূহ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা/বিনম্রতা প্রদর্শনের জন্য। 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' প্রভৃতি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণগ্রহিতার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক

শব্দ/বাক্যাংশসমূহের মধ্যে 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি' এর মাধ্যমে বক্তা অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহার করেছেন। এর ফলে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পেয়েছে। আমন্ত্রণগ্রহিতা যেন মনে না করেন তাকে আমন্ত্রণকারী যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে দাওয়াত দেন নাই, এ কারণেও দাওয়াতকারী নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ দাওয়াতপত্রে ব্যবহার করেছেন। ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্বানুসারে (Brown & Levinson, 1987) দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ইতিবাচক বিনম্রতার মধ্য দিয়ে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি (face) যেমন বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলির ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর 'অভিব্যক্তির ভীতিকারী কর্ম' (অভীক) হ্রাস পায়। বিনম্রতাসূচক যোগাযোগের জন্য অভিব্যক্তি বৃদ্ধি এবং অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (অভীক) হ্রাস দুটি বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, যা এই দাওয়াতপত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। দাওয়াতপত্রটির বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। আদেশমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ।

৬.২.২ সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ

নির্বাচিত পারিবারিক (সুন্নতে খাৎনা) নমুনা দাওয়াতপত্রটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোট ছয়টি অংশ রয়েছে। যথা- ১) সম্বোধন ২) ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার ৩) তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা ৪) আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো ৫) অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ এবং ৬) আমন্ত্রণকারীর নামসহ বিদায়ী শুভেচ্ছা। এই ছয়টি অংশে যে ধরনের ভাষাগত উপাদান যা বাককৃতির তত্ত্বানুসারে প্রস্তাবকৃতির অন্তর্ভুক্ত, তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: ৩ পারিবারিক (সুন্নতে খাৎনা) নমুনা দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত টেক্সট	অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়
১	জনাব/বেগম	আমন্ত্রিত অতিথিদের পুরুষ-নারী অনুসারে সম্বোধন
২	আস্‌সালামু আলাইকুম	ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার
৩	অনুষ্ঠানের দিন, তারিখ, কী অনুষ্ঠান, কার জন্য আয়োজন করা হয়েছে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা

৪	উপস্থিতি ও দোয়া আন্তরিকভাবে কামনা করছি	বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানানো
৫	প্রয়োজনে	অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো দরকারে যোগাযোগ
৬	শুভেচ্ছান্তে	আমন্ত্রিত অতিথিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের নাম উল্লেখ

এই দাওয়াতপত্রে উল্লিখিত প্রস্তাব কৃতির শুরুতেই আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতাকে লিঙ্গ অনুসারে জনাব/বেগম সম্বোধন করেছেন। আমাদের সমাজে সম্মানিত নারী/পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'জনাব' প্রচলিত হলেও মর্যাদাপূর্ণ নারীকে সম্বোধনে 'বেগম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এরপর রয়েছে ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিষ্টাচার। আমন্ত্রণকারী তাঁর ধর্মানুসারে দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রিত অতিথিকে 'সালাম' বা 'আদাব' বলে থাকেন। এখানে আমন্ত্রণকারী মুসলিম হওয়ায় তিনি তাঁর ধর্মীয় রীতি অনুসারে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রিত অতিথিকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন এ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। তথ্যের মধ্যে রয়েছে তারিখ, সময়, কোথায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে প্রভৃতি। তাছাড়া যার উপলক্ষে এ আয়োজন, তার সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কিছু তথ্য এ অংশে রয়েছে। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী আন্তরিকতার সাথে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এই কারণে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুন্নতে খাৎনার' অনুষ্ঠান অনেক পরিবার ধুমধাম করে পালন করে থাকেন। যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সবার উপস্থিতি ও দোয়া কামনা করি। অতিথির মনে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তা যেন জানতে বা জানাতে পারেন এ কারণে দাওয়াতপত্রে 'প্রয়োজনে' লিখে কয়েকটি ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে। প্রস্তাব কৃতির শেষ অংশে সামাজিক রীতি অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণকারী নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।

দাওয়াতপত্রের উল্লেখিত ছয়টি অংশের মধ্যে প্রধান অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা। এর মাধ্যমে আমন্ত্রণ গ্রহিতা পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে পারেন। সার্লের তত্ত্বমতে (Searle, 1969) আমাদের কথার মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশিত হয়। উল্লিখিত এই দাওয়াতপত্রের লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কাজ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে পাঠকের কাছে। সার্ল (Searle, 1969) এই অভিপ্রায়কে বলেছেন 'নিবেদন কৃতি'। মূলত 'নিবেদন কৃতি' প্রকাশের জন্যই প্রস্তাব কৃতির অবতারণা। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় হচ্ছে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো। সার্লের

তত্ত্বমতে (Searle, 1969) 'পরম করুণাময় ..... করা হয়েছে' বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ এখানে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। পরবর্তী অংশে 'উক্ত অনুষ্ঠানে ...... কামনা করছি' এর মাধ্যমে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

৬.৩ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা বিশ্লেষণ

লিচের রীতি অনুসারে নমুনা দাওয়াতপত্র দুটির বিনম্রতা একত্রিত করে বিশ্লেষিত হয়েছে। লিচ (Leech, 1983) ভাষিক বিনম্রতার ক্ষেত্রে ছয়টি রীতি উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত রীতির প্রতিটিতে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য বক্তা নিজের চাওয়া বা পছন্দকে সংক্ষেপিত করে শ্রোতার বা অন্যের চাওয়া বা পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। লিচকৃত ছয়টি রীতি অনুসারে পারিবারিক দাওয়াতপত্রের উক্তিমালা পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত বিনম্রতাসূচক শব্দ-বাক্যাংশসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। নিচে তা বর্ণিত হলো।

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্র-১ এর উক্তিমালা বিশ্লেষণ করে 'জনাব/জনাবা', 'জনাব/বেগম', 'আসসালামু আলাইকুম', 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে', 'উপস্থিতি ও দোয়া', 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি', 'শুভেচ্ছান্তে' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ পাওয়া যায়।

সারণি: ৪ লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ

ক্রমিক নং	বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ	লিচের বিনম্রতার রীতি (১৯৮৩)
১	জনাব/জনাবা	অনুমোদিত রীতি
২	জনাব/বেগম	অনুমোদিত রীতি
৩	আসসালামু আলাইকুম	সহানুভূতি রীতি
৪	পরম করুণাময়	মিতচারিতা রীতি
৫	অশেষ রহমতে	মিতচারিতা রীতি
৬	উপস্থিতি ও দোয়া	অনুমোদিত রীতি
৭	আন্তরিকভাবে কামনা করছি	অনুমোদিত রীতি
৮	শুভেচ্ছান্তে	সহানুভূতি রীতি
৯	অভ্যর্থনায়	অনুমোদিত রীতি

পারিবারিক নমুনা দাওয়াতপত্রের উক্তিমালায় ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশসমূহ লিচের বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রণগ্রহিতাকে দাওয়াতপত্রের শুরুতেই সম্বোধনের জন্য 'জনাব/জনাবা', 'জনাব/বেগম' প্রভৃতি বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে এই শব্দসমূহ অনুমোদিত রীতি। কারণ আমন্ত্রণকারী সম্বোধনের ক্ষেত্রে দাওয়াতগ্রহিতার সম্মানকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন বা তাকে সম্মানিত করেছেন। পরবর্তীতে পাওয়া যায় ধর্মীয় সৌজন্যসূচক বাক্যাংশ 'আসসালামু আলাইকুম'। লিচের রীতি অনুসারে 'আসসালামু আলাইকুম' সহানুভূতি রীতি। কেননা এই রীতির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট-বড় সবাইকে সালাম জানানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। 'পরম করুণাময়', 'অশেষ রহমতে' বিনম্রতাসূচক বাক্যাংশ দুইটির মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, যা লিচের 'মিতচারিতা রীতির' অন্তর্গত। এই রীতিতে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ করে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'উপস্থিতি ও দোয়া' লিচের বিনম্রতার 'অনুমোদিত রীতি'র অংশ। আমন্ত্রণকারী এই বাক্যাংশের মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহণকারীর সম্মানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'আন্তরিকভাবে কামনা করছি' বাক্যাংশও 'অনুমোদিত রীতি'। কারণ এই অংশে আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিশ্লেষিত বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহের সবশেষে রয়েছে 'শুভেচ্ছান্তে'। 'শুভেচ্ছান্তে' লিচের বিনম্রতার রীতি অনুসারে 'সহানুভূতি রীতি'। কেননা বিনম্রতাসূচক এই শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী-আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৭. ফলাফল বিশ্লেষণ

সামাজিক জীব হিসেবে আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলি। প্রতিটি দেশের স্থানীয় অধিবাসী তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত (Al-Khawaldeh & Zegarac, 2013)। এই রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিনম্রতা (politeness)। বিনম্রতা জন্মসূত্রে অর্জিত কোনো গুণাবলি নয়, বরং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ বিনম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করে (Shahrokhi & Bidabadi, 2013)।

বাংলা ভাষায় বিনম্রতা সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়। বয়সভেদে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, পেশাগত, রাজনৈতিক, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার আমাদের ভাষায় প্রচলিত। সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় আমন্ত্রণ বা দাওয়াত প্রদান করা, যা অন্যান্য ভাষিক

সমাজের মতো আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিনম্রতা বা সৌজন্য প্রকাশ করে। এগুলো সামাজিক সৌজন্য প্রকাশের একটি বিশ্বস্ত কৌশল হলো দাওয়াতপত্র। দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক এবং ভাষিক সংজ্ঞাপন সুসম্পন্ন হয়। একইসাথে দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে সামাজিকতার চিত্রও মূর্ত হয়ে ওঠে।

এই গবেষণাকর্মের ফলাফলে ব্রাউন ও লেভিনসন এর বিনম্রতা তত্ত্বের (Brown & Levinson, 1987) যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে। বাংলা ভাষায় লিখিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই ফলাফলে প্রতিফলিত হয় যে, ব্রাউন ও লেভিনসনকৃত ইতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১৫টি কৌশলের মধ্যে বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রসমূহে ৪টি কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে, যথা- ১) শ্রোতাকে মনোযোগ দেওয়া ২) বাড়িয়ে তোলা (শ্রোতার অনুভূতি) ৩) কার্যক্রমে বক্তা-শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করা ৪) শ্রোতার সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলা। একইভাবে ব্রাউন ও লেভিনসন এর নেতিবাচক বিনম্রতা চরিতার্থ করার ১০টি কৌশলের মধ্যে ৫টি কৌশলের প্রয়োগ দাওয়াতপত্রসমূহে পাওয়া যায়, যেমন- ১) বক্তা হিসেবে কৃতজ্ঞ হওয়া ২) অকিঞ্চিৎকর হওয়া ৩) সম্মান দেওয়া ৪) রক্ষাকবচ ৫) স্বাভাবিকভাবে পরোক্ষ হওয়া। কৌশলসমূহ অনুসারে পারিবারিক দাওয়াতপত্রে ৪৫টি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ও ৭১টি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৬১ শতাংশ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রয়োগ আমন্ত্রণকারী করেছেন।

প্রতিটি ভাষায় নিজস্ব স্বকীয়তা বিদ্যমান। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা দ্বারা আমাদের ভাষিক আচরণ প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতিগত ভাবেই বাঙালি ভাষিক সমাজে বিনম্রতার বহুল প্রচলন রয়েছে। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাওয়াতপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিনম্রতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। অতিথিকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ তুলে ধরে বিনীতভাবে অনুরোধ করার জন্য দাওয়াতপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করেন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের সাহায্যে আমন্ত্রণকারী নিজের 'অভিব্যক্তি' আমন্ত্রণকারীর নিকট উপস্থাপন করেন এবং 'অভীক' হ্রাস করার জন্য নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। দাওয়াতপত্রসমূহে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। অতিথিকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানোর জন্য আমন্ত্রণকারী এই শ্রেণির শব্দ অধিক প্রয়োগ করেছেন। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী নিজের বিনম্রতা, আন্তরিকতা আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট প্রকাশ করার পাশাপাশি

নেতিবাচক পরিস্থিতিও পরিহার করেন। কারণ এ ধরনের নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি দাওয়াতপত্রে ব্যবহার না করলে আমন্ত্রণগ্রহিতা অসন্তুষ্ট হতেন এবং অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণ করতেন না। এর ফলে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক হ্রাস পেতো। ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের শব্দাবলি ব্যবহারের কারণে আমন্ত্রণগ্রহিতাও আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতা, বিনম্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, সৌজন্যবোধ অনুভব করে নিজে সম্মানিত হন। বিনম্রতাসূচক এই শব্দসমূহের প্রয়োগ আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ ভাষিক বিনম্রতাকেই নির্দেশ করে এবং একই সাথে আমন্ত্রণকারীর অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম বা 'অভীক' হ্রাস করে সমাজে ঐকতান বজায় রাখে (Habwe, 2010)। বিনম্রতাসূচক সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তি' বৃদ্ধি এবং 'অভীক' হ্রাস দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পারিবারিক দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালায় সুস্পষ্ট হয়।

সার্লের (Searle, 1969) বাককৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে বিশ্লেষিত পারিবারিক দাওয়াতপত্রসমূহে বর্ণনামূলক, আদেশমূলক এবং প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতির প্রয়োগ ঘটেছে। এশিয়ান সংস্কৃতিতে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি সর্বাধিক গৃহীত কৌশল (Harooni & Pourdana, 2017)।

এই গবেষণায় বিশ্লেষিত দাওয়াতপত্রে অনুরোধের মাধ্যমে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রকাশ পায়। দাওয়াতপত্রের লিখিত উক্তিমালার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় 'অনুরোধ' এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমন্ত্রণকারী অনুরোধের মাধ্যমে অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলেছেন যা আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। ব্রাউন ও লেভিনসনের (১৯৮৭) তত্ত্বমতে আমন্ত্রণকারী আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন দাওয়াতপত্রে। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমন্ত্রণগ্রহিতাকে প্রদান করেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে সম্বোধন করেন এবং নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে আমন্ত্রণকারী নিজের বিনয়, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য আমন্ত্রণগ্রহিতার নিকট উপস্থাপন করেন। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতি অর্থাৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, অভিনন্দন জানানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ/বাক্যাংশ আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেন। দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নেতিবাচক

বিনম্রতাসূচক শব্দ আমন্ত্রণকারী প্রয়োগ করেন। দাওয়াতপত্রে তিন ধরনের নিবেদন কৃতির প্রকাশ ঘটলেও মূলত আদেশমূলক নিবেদন কৃতি প্রকাশের জন্যই আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রে অন্যান্য কৃতির সংযোগ ঘটিয়েছেন।

লিচ এর বিনম্রতার রীতি (Leech, 1983) অনুসারে প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণকারী নিজের পছন্দকে সীমিত করে, নিজেকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর করে আমন্ত্রণগ্রহিতার পছন্দকে সম্প্রসারিত করে তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় পারিবারিক দাওয়াতপত্রসমূহে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণপ্রদানকারী অনুমোদিত রীতি, সহানুভূতি রীতি ও মিতচারিতা রীতি প্রয়োগ করেছেন। প্রতিটি শ্রেণির দাওয়াতপত্রে অনুমোদিত রীতি অধিক ব্যবহৃত হয়েছে আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মানকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য। আদেশমূলক নিবেদন কৃতি ও অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী নিজেকে তুচ্ছ

করে বিনয় প্রকাশের জন্য মিতচারিতা রীতি ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধির জন্য সহানুভূতি রীতির প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয় দাওয়াতপত্রে। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতিথিকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। আমন্ত্রণকারী তার আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ প্রকাশের জন্য নিজেকে তুচ্ছ করে অতিথির মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। আমন্ত্রণপ্রণয়নকারীর মূল উদ্দেশ্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সামাজিক রীতি অনুসারে তিনি বিনম্রতার পরিস্ফূটন ঘটিয়েছেন।

৮. উপসংহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অসংখ্য উক্তি ব্যবহার করি সামাজিক তথা ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। দাওয়াতপত্র যেহেতু সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এ কারণে এখানে শব্দ ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বা পূর্বদেশীয় সংস্কৃতিতে উক্তির সাহায্যে প্রকাশিত বাককৃতির মাধ্যমে বিনম্রতার পরিস্ফূটন ঘটে থাকে। দাওয়াতপত্রের উক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাককৃতির মাধ্যমেও সংস্কৃতির ধারক বিনম্রতাসূচক শব্দ প্রকাশ পায়। এসবের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ভাষিক বা সামাজিক যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের মতো দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রেও বাককৃতি এবং বিনম্রতার সফল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তা রক্ষা করা। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা যেসব উক্তি উচ্চারণ করি বা লিখে প্রকাশ করি সেগুলি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে। মূলত বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াশীলতা বা বাককৃতির মাধ্যমে কোন ধরনের বিনম্রতা প্রকাশ পায় তা উপস্থাপিত হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

তথ্য-নির্দেশ

আরিফ, হাকিম। (২০২৩)। *সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান*। যন্ত্রস্ত্র।

Al-Khawaldeh, N. & Zegarac, vol. (2013). Cross-Cultural Variation of Politeness Orientation & Speech Act perception. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*. vol: 2. No. 3. 231-239.

Austin, J.L. (1962). *How to do things with Words*. Oxford: Oxford University Press.

Brown, P. and Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern chinese. *Journal of Pragmatics*. 3. 237-257.

Goffman, E. (1967). On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements of Social Interaction. *Psychiatry: Journal for the study of Interpersonal processes*. vol: 18. 213-231.

Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face to Face Behaviour*. New York: Anchor Books.

Huang, Y. (2008). Politeness Principle in Cross Cultural Communication. *English Language Teaching*. vol: 1, No-1, 96-101.

Harooni, M. (2017). Politeness and Indirect Request Speech Acts: Gender Oriented Listening Comprehension in Asian EFL Context. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*. vol: 6. No.2. 214-220.

Habwe, J.H. (2010). Politeness Phenomena: A case of Kiswahili Honorifics. *SWAHILI FORUM* 17. 126-142.

Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.

Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.

Searle, R. (1969). *Speech Acts*: *An Essay in the philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.